গাংনীতে আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর প্রচার মাইক ভাংচুর

আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের প্রচার মাইক ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার বিকালে যুবলীগের নির্বাচনী পথসভা থেকে সতন্ত্র ও বিএনপির প্রার্থীদের প্রতিহত করার ঘোষনার ঘন্টা পার না হতেই প্রচার মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে যুবলীগের পথসভা থেকে ঘোষনা করা হয় বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিহত করা হবে। পথসভাটি সন্ধ্যার দিকে শেষ হলে এশার আজানের পর শহীদ রেজাউল চত্বরের অপর দিকে এ মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রচার মাইকের ভ্যান চালক বাশবাড়ীয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মোঃ সেলিম জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে মেহেরপুরের দিকে যেতে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেটের সামনে দিয়ে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের (জগ) মার্কা প্রতীকের প্রচারনা চলছিল। এসময় কয়েকজন লোক মাইক ভেঙ্গে আমার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।

সতস্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম বলেন, গতকাল শনিবার মাইক ভাংচুর করা হয়। আবারো আজ রোববার এশার আজানের পর গাংনী বাজারে আমার (জগ) মার্কার প্রচারনা চলছিল। এসময় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর লোকজন আমার প্রচার মাইক ভাংচুর করে। আমি গতকালের ভাংচুরের বিষয়ে লিখিত পাঠিয়েছি বিভিন্ন দপ্তরে। আজকের ঘটনাটিও জেলা নির্বাচন ও রির্টানিং কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তবে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী জানান এমন কোন ঘটনা আমার জানা মতে ঘটেনি।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রির্টানিং কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, শনিবার বিকেলে একটি মাইক ভাংচুরের ঘটনা আমার দপ্তরে লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। আজকের কোন ঘটনা আমার নিকট এখন পযর্ন্ত লিখিতভাবে কেউ জানায়নি।

রোববার বিকেলে যুবলীগ আয়োজিত পথসভায় উপজেলা যুবলীগের সভাপতি

মোশারেফ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। এসময় জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি।

গাংনীর অন্ধ পারেছা পেল আর্থিক সহায়তা

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর টেলিভিশনে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনী উপজেলার অন্ধ পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ। রবিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অন্ধ পরিবারের হাতে নগদ টাকা প্রদান করা হয়। সেই সাথে শীত রিবারনের জন শীতবস্ত্র দেয়া হয় অসহায় এ পরিবারকে।

‘ ‘পরিবারের ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার জিবন যুদ্ধ’’ এমন সংবাদ প্রচারিত হলে বিভিন্ন সংগঠন ও দানশীল ব্যক্তিরা এই পরিবারের দিকে নজর দিতে শুরু করেন। দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ দেখে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার এক জনৈক ব্যাক্তি নগদ ১০ হাজার টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে ওই পরিবারের হাতে তুলে দেন।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামি, মানসিক ভারসাম্যহীণ ননদ বৃদ্ধ অন্ধ মা রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাঁচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামি শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে

বাড়িতে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত জিবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারিছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামি স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েকজন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন।

গাংনীতে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কাজি আবু মুনসুরের সভাপতিত্বে উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন

# [redacted]

[redacted]

সরকারের রোষানলে পড়েন।

মিজানুর রহমান রানা নিজেও ছাত্র জীবন থেকে ১৯৯২ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ মনোনীত প্যানেল থেকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং কলেজ ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও জেলা ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নৌকার মনোনীত হয়ে দু বার ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। রফিকুর রশিদ রিজভি একজন বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাতিষ্ঠানিক নিরিখে তিনি ঐতিহাসিক নন,এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতক্ষদর্র্শও নন।

তবে মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে কিভাবে তিনি রাজাকার বা শান্তি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করলেন তা বিবেচ্য বিষয় বলেও উল্লেখ করেন সংবাদ সম্মেলনে। লেখক তার লেখা বইটি প্রত্যাহার ও সংশোধন করবে এমন দাবী জানান আমিনুল ইসলামের পরিবার। এসময় আমিনুল ইসলামসহ পরিবকারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ‘মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’ বই এর লেখর কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভি জানান, আমি মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধকালীণ তথ্য সংগ্রহের সময় প্রতিটি এলাকায় ঘুরেছি। প্রবীণদের সাথে কথা বলেছি তার পর বই লেখার কাজ শুরু করেছি। ব্যক্তি আক্রোশ বা কাউকে সামাজিক ভাবে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তার পরেও বই তে প্রথমে বলা হয়েছে আমার তথ্য বিষয়ে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে আগামী সংস্করণে সংশোধন প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবাহ করতে পারবেন দ্বিমতকারীরা।

গাড়াবাড়ীয়া মানবকল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে কর্মহীন পরিবারকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

চলব মোরা একসাথে, জয় করবো মানবতা কে এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়াতে মানবকল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে ২ টি কর্মহীন পরিবারকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয় হয়েছে। এই সংগঠনটি,গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামের কিছু যুবক একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করে।

সংগঠনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র;- ক্ষুধার্ত, আশ্রয়হীন এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়।

গাড়াবাড়ীয়া মানবকল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে বছরের শুরুতেই দুইটি অসহায় পরিবারকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। একটি ছমির উদ্দিনের পরিবার ওপরটি মুকুল হোসেনের পরিবার।

এ ছাড়াও পরবর্তী সময়ে যেন মানুষের দারপ্রান্তে হাত পেতে দিন চালাতে না হয় সেই প্রত্যেয়ে, অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে সবসময় প্রস্তুত গাড়াবাড়ীয়া মানবকল্যাণ সংগঠনের সদস্যরা।

সাজ্জাদ হোসেন পলাশ জানান, ক্ষুধার্ত, আশ্রয়হীন এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষের পাসে দাঁড়াতে পেরে আমরা খুবি আন্দিত, মোঃ জসীম উদ্দিন জানান, গ্রামের সকল বিত্তবান ও সাধারণ মানুষের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

গাংনীতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী

উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। তবে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ ধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যবস্থা নেননি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়ে এ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশে নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিমিয় করা হয়েছে। কোন মাইক টাইক ছিলনা। আচরণবিধি যাতে লঙ্ঘন না হয় সেকারণেই ঘরোয়া পরিবেশে এটা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের (গাংনী) সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনী ভাবনায় না, কর্মীসভা হিসেবে সেখানে গিয়েছি।

এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বিষয়টি রির্টানিং অফিসার জানেন। তাছাড়া আমরাও নিষেধ করেছি এধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা না করার জন্য।

গাংনী পৌরসভার নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী কোন কাজে অংশ নিতে পারেন না। বিষয়টি জানার পর এ বিদায়িতপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হয়েছে, তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনী উপজেলা ভুমি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর ই আলম সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে নির্দেশনা পেয়েছি পুলিশ ডাকা হয়েছে। পুলিশ আসলে অভিযান চালানো হবে। তবে মতবিনিময়সভা যথানিয়মে শেষ হলেও প্রশাসনিক ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গাংনী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদের আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আ.লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, গাংনী উপজেলা আ.লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ

সম্পাদক শফি কামাল পলাশ,

সহ সভাপতি নবীর উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, পৌর কৃষক লীগ সভাপতি বদরুল আলম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ইসমাইল হোসেন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সিপু, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল প্রমুখ।

মেহেরপুরে শতভাগ ধূমপানমুক্ত মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী কলেজ

মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষনা করেন সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাক জাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ’ প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে রোড পেইন্টিং ও বোর্ড স্থাপন করা হয়।

রোড পেইন্টিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমান উদ্দিন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ঘোষনা করেন এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যের দোকান থাকবেনা, এই ঘোষনা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কর্মসূচীতে কলেজের অধ্যক্ষ শাহীউদ্দীন, প্রভাষক জাহিদুল আলম হিটু, রফিকুল আলম বকুল, আশরাফুল হক, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র পরিচালক এমএ হাসান সুমন, সাংবাদিক সিরাজুদ্দোজা পাভেল, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা তৌহিদ উদ দৌলাসহ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে মহিলাসহ আহত-৪

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামে শরিকানা জমিসংক্রান্ত বিরোধে একই পরিবারের মহিলাসহ চার জন আহত হয়েছেন। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতরা হলেন মটমুড়া গ্রামের ছের আলীর স্ত্রী আরজিয়া খাতুন(৬০), খোকনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন(২৯) ছের আলী(৭০) খোকন(৩০) ও শাখাওয়াত হোসেন (২৫)। গত সোমবার দুপুরে এঘটনা ঘটে।

আহত খোকন আলী জানান, আমার পিতা ছের আলী পৈর্তৃক সম্পত্তির সাড়ে চারকাঠা অংশ পেয়েছেন। অংশ মোতাবেক আমাদের অন্য চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা তিন কাঠা দখল দিয়েছে। দশ বছর যাবত দেড় কাঠা জমি দখল দেইনি।

এবিষয়ে আমরা আমাদের চাচাদের সাথে কথা বলতে গেলে খলিলুর রহমানের ছেলে জিল্লুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জিল্লুর রহমানের ছেলে একলাচুর রহমান লোহার রড ও হাসুয়া দিয়ে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে।

স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এব্যপারে ওই দিন গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে একজন এসআই তদন্ত করে বিষয়টি মিমাংসার জন্য পরামর্শ দেন।

এবিষয়ে শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের পৈত্তিব সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ঠিকই কিন্তু আহতরা সকলেই আমাদেরই আত্নীয়। তাদের সাড়ে চার কাঠা

জমির মধ্যে তিন কাঠা জমি দেয়া হয়েছে বাকী দেড় কাঠা জমি অন্যের দখলে থাকায় দেয়া হয়নি এছাড়াও ওই জমি নিয়ে প্রতিবেশি একজনের সাথে আদালতে মামলা চলছে।

খোকন আর শাখাওয়াত আমাদের মারধর করতে আসলে তাদের মারধর করা হয়েছে এসময় আমি বাড়ি ছিলামনা। বামুন্দি বাজারে বাজর করতে গিয়েছিলাম। বিষয়টি মিমাংসার প্রক্রিয়া চলছে।

অভিযোগের তদন্ত করে লিখিত প্রতিবেদন দিয়েছেন বলে জানান, গাংনী থানার এসআই জান্নাত। তবে বিষয়টি যাচাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান।

বামন্দি এলাকায় সিনজেনটা কোম্পানীর নকল পণ্যে প্রতারিত কৃষক

মেহেরপুরের বামন্দি এলাকায় সিনজেনটা কোম্পানীর নকল বালাইনাশক বিক্রি করায় প্রতারিত হচ্ছে চাষিরা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজের স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করার করার জন্য সিনজেনটার নকল পণ্য বাজারে সরবরাহ করছে। তবে সিনজেনটার মনোনীত বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য কিনলে প্রতারিত হবে না চাষিরা। বলছে, কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, সিনজেনটা কোম্পানীর কৃষিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা চাষিদের কাছে। চাষিদের চাহিদা কে পুজিঁ করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সিনজেনটার নকল পণ্য বাজারে সরবরাহ করছে। নকল পণ্য গুলোর মোড়ক আসল পণ্যের মোড়কের মত দেখতে হওয়ায় সহজেই বুঝতে পারবে না চাষিরা। ফসলের ক্ষেতে ব্যবহার করে কোন ফল পাবে না তারা। যার ফলে নকল পণ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছে চাষিরা। ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। তবে চাষিদের এই ক্ষতির দায় নিতে চাই না কেউ।

বামন্দি গ্রামের চাষি আমজাদ হোসেন জানান, সিনজেনটার ভিরতাকো

বিষে ধানের মাজরা পোকা দমনে ভালো কাজ করে কিন্তুু এবারে ধানের জমিতে দিয়ে পোকা দমনে কোন হয়নি। শুধু শুধু টাকা নষ্ট হয়েছে। ভিরতাকো নাই অন্য গুলোও নকল বের হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বামন্দি বাজারের কয়েকজন কীটনাশক ব্যবসায়ী জানান, কুষ্টিয়া জেলার ধর্মদহ, নাটনাপাড়া, খলিশাকুন্ডি ও গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা, বাদিয়াপাড়া এলাকার বেশ কয়েকজন বিভিন্ন এলাকা থেকে সিনজেনটার পণ্য এনে গোপনে কম মূল্যে বিক্রি করে যান। সে গুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা জানি না। তবে জেলার বাহিরে থেকে সংগ্রহ করে এ এলাকার সকল কীটনাশকের দোকানে সরবরাহ করে থাকে। কম দামে কিনে বিক্রি করলে লাভ ভালো হওয়ায় সিনজেনটার মনোনীত বিক্রেতার কাছ থেকে কোন খুরচা ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে না।

সিনজেনটা কোম্পানীর মার্কেটিং ইউনিট ম্যানেজার আল মুজাহিদ মৃদুল জানান, সিনজেনটার পণ্যর চাহিদা বেশি থাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল পণ্য সংগ্রহ করে বাজারজাত করছে এতে চাষিরা প্রতারিত হচ্ছে। এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরতে কোম্পানীর পক্ষ থেকে আমরা কাজ করছি। তবে সিনজেনটার মনোনীত বিক্রেতার কাছ থেকে কোন পণ্য কিনলে চাষিরা প্রতারিত হবে না।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কে. এম শাহাবুদ্দিন আহমেদ জানান, চাষিদের চাহিদার উপর নির্ভর করে অনেকে নকল পণ্য বাজারে সরবরাহ করে থাকে। এতে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা তদরকি করছি। কোন অসাধু ব্যবসায়ী নকল পণ্য বিক্রি করে সেটি জানতে পারলে বা ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে। কৃষকের সাথে প্রতারণা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না।

গাংনীতে শিরিনার পাশে ব্র্যাক

বে-সরকারি সংস্থা ব্র্যাকের অনুপ্রেরণা মানবিকতা আর আর্থিক সহায়তায় স্বপ্ন শুরু করতে যাচ্ছেন স্বামীকৃর্তক নির্যাতিতা শিরিনা খাতুন।

শিরিনা খাতুন গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মোঃ ঠান্ডু মিয়ার মেয়ে। মানসিক ও শারিরীক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি স্বামী রেখে ৪ বছরের শিশু আরিয়ানকে। নিয়ে চলে আসেন পিতৃালয়ে। সংগ্রাম আর মনোবল নিয়ে নতুনকরে পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন তিনি। সেলাই মেশিনের কাজও শিখেছেন। কিন্তু আর্থিক অনটন অসংগতির কারনে ব্যাবসায়ী পুঁজি সংগ্রহ আর সেলাই মেশিন ক্রয়ের সামর্থ না থাকায় মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন।

শিরিনার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় বুধবার বিকেলে তাকে একটি সেলাই মেশিন (সিঙ্গার) ও ছিট-কাপড় প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সেলাইমেশিন প্রদান কালে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ মুনজুরুল ইসলাম।

এসময় ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ ফজলুল হক, এরিয়া ম্যানেজার (দাবী) নজরুল ইসলাম, জেলা ব্যাবস্থাপক(সিইপি) ফাতেমা খাতুন, জেলা ব্যাবস্থাপক(টিবি) আবু হানিফ মড়ল, মনিটরিং অফিসার মল্লিক আজিমউদ্দিন ও বাললু কুমার শীল এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শিরিনা খাতুন তার বক্তব্যে বলেন অনুপ্রেরণা, সহযোগীতায় আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। শিরিনার পাশে দাঁড়িয়ে এদের মতো অসংখদের সহযোগীতা করতে চান উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ মুনজুরুল আলম।